দৈনিক

াংলাবাজারেই বোর্ডের বইয়ের তীব্র সঙ্কট॥ বেশি দামে কিনতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের

ন আহমেদ ॥ বইয়ের জন্মস্থান বাংলাবাজারেই ইয়ের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন অঞ্চলেও। যার ফলে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে চ দামে বই কিনতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। কিছু কিছু তিরিক্ত দামেও পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে।

ষ্টম ও নবম শ্রেণীর প্রায় ১০টি বইয়ের গত তিনদিন জারে সঙ্কট রয়েছে। বাংলাবাজার ব্যবসায়ীরা এসব নিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা খুচরা ারা বই না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। কেউ কেউ হোটেল করে বই পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন বলে জানা

জার ঘুরে দেখা গেছে, লেখা দামের চেয়ে অতিরিক্ত ই বিক্রি হচ্ছে। নবম শ্রেণীর ইংরেজী বইয়ের দাম ৬.৩০ টাকা। খুচরা বিক্রেতাদের ওই বই কিনতে ৮ টাকা দিয়ে। তাঁরা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করছেন ক ৬০ টাকায়।

ণীর বীজগণিত ও জ্যামিতির মূল্য হচ্ছে ৫৮.৬৫ খুচরা দোকানদারদের কিনতে হয় ৬৮ টাকা দিয়ে, ক্রি করে ৭০-৭৫ টাকায়। এভাবে ২৪.৭০ টাকার ইসলাম বিক্রি হচ্ছে ৩৫-৪০ টাকা করে। হিন্দুধর্ম বিক্রি হচ্ছে, গায়ের দামের চেয়ে ১৫-২০ টাকা বেশি।

গত কয়েকদিন ধরে বাজারে সঙ্কট রয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীর সমাজ, গণিত, হিন্দু, ৮ম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজী, সমাজ এবং নবম শ্রেণীর গদ্য, কবিতা, বীজগণিত ও ইসলাম শিক্ষার। তবে দেশের সব জায়গায় একই বইয়ের সঙ্কট নেই বলে জানা গেছে। কোথাও সঙ্কট দেখা দিয়েছে নবমের বইয়ের, কোথাও সঙ্কট রয়েছে ষষ্ঠ বা অষ্টম শ্রেণীর বইয়ের। আবার কোন কোন জায়গায় সব বই-ই পাওয়া যাচ্ছে। যে সকল এলাকার লাইব্রেরিয়ানরা আগে বেশি বই নিয়ে রেখেছে ওইসব এলাকার শিক্ষার্থীরা পুরা সেট বই পাচ্ছে বলে জানা গেছে। কিন্তু বাংলাবাজারে বই সঙ্কটের জন্য ওইসব এলাকায়ও ক্রেতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাম রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। বাজারে বই সঙ্কটের কারণে ক্রেতারা হয়রানির শিকারও হচ্ছেন। একসেট বই কেনার জন্য বার বার দোকানে যেতে হচ্ছে তাদের। বছরের একমাস শেষ হয়ে যাওয়াতে অভিভাবকরা বই কেনার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। যে জন্য তাঁরা অতিরিক্ত দাম দিয়ে বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। একই কারণে খুচরা বিক্রেতারা জিম্মি হয়ে পড়েছেন পাইকারি বিক্রেতা

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

বাংলাবাজারেই বোর্ডের

(১২-এর পাতার পর)

প্রকাশকদের কাছে। তারা বোর্ডের বইয়ের সঙ্গে তাদের নোট বই বিক্রি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এতে খুচরা বিক্রেতারা হিমশিম খাচ্ছেন বলে তারা জানিয়েছেন। নবমের বীজ গণিত ও জ্যামিতি কিনতে হচ্ছে তাদের জোড়াসহকারে। সঙ্গে নিতে হয় ওই প্রকাশকের আরও কিছু বই।

বই সঙ্কট প্রসঙ্গে প্রকাশকরা বলেছেন তাঁরা বোর্ড থেকে যত বই ছাপার অনুমতি পেয়েছেন এর সব বই ছাপা প্রায় শেষ। বোর্ড প্রথমে কম বই ছাপার অনুমোদন দিয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেন, যার ফলে বাজারে বই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বই সঙ্কটের বিষয়ে তাঁরা বোর্ডকে অবহিত করেছেন। পূর্বের অনুমোদনের চেয়ে আরও ২৫ ভাগ বই বেশি ছাপার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মোঃ আবু তাহের জনকণ্ঠকে বলেন, বোর্ডের বই সঙ্কটের বিষয়ে গত ২৭ জানুয়ারি বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমরা দেখা করে বলেছি– বই সঙ্কট নিরসনে হয় আমাদের আরও ২৫ ভাগ বই ছাপার আদেশ দিন, না হলে খোলাবাজারে বই ছাপার অনুমতি দিন। তিনি বলেন, আমরা চেয়ারম্যানকে বলেছি, এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন, না হলে কিছুদিনের মধ্যে বাজারে বইয়ের তীব্র সঙ্কট দেখা দেবে, তখন প্রকাশকদের দায়ী করতে পারবেন না। এ বিষয়ে বোর্ড থেকে কোন সিদ্ধান্ত না পেয়ে পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতি ২৯ জানুয়ারি শিক্ষা উপদেষ্টার নিকট বিষয়টির সমাধান চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।